ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 103 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১০৩ ● কলকাতা ● ০৩ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 262

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঐসব লোকও সুখী নয়। কিন্তু যে পর্যন্ত না কামনা তৃপ্ত হয়, সে পর্যন্ত ঐ তৃপ্তির সুখই সবকিছু মনে হয়। সেইজন্য যারা পায়নি তারা এইজন্য অতৃপ্ত যে কামনাবাসনার তৃপ্তি হয়নি আর যারা এই তৃপ্তির সুখ পেয়ে গেছে, তারা অতৃপ্ত এইজন্য যে এতে তৃপ্তিই নেই, এটা তারা জেনে গেছে।

**ক্রমশঃ**

# বিচারাধীনদের নিয়ে সুপ্রিম রায়ে উচ্ছ্বসিত মমতা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বারবার বলেছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের নাম বাদ যেতে দেবেন না। লড়াই চলবে মানুষের স্বার্থে। বৃহস্পতিবার বিচারাধীন ভোটারদের নিয়ে সুপ্রিম রায় সামনে আসতেই তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি বললেন, 'আজকে আমার থেকে খুশি আর কেউ নয়।' সুপ্রিম কোর্ট এদিন জানিয়েছে, ২৩ এপ্রিল অর্থাৎ প্রথম দফার ভোটের ক্ষেত্রে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত নাম তোলার সময় পাবেন ভোটাররা।বিচারপতি বাগচী উল্লেখ করেন, বিহারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অন্যভাবে এসআইআর করেছে নির্বাচন কমিশন। বাংলার ক্ষেত্রে কমিশন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি' নামে একটি নতুন ক্যাটাগরি চালু করেছে।

তবে পুরোটাই নির্ভর করছে ট্রাইব্যুনালের ওপর। ট্রাইব্যুনাল ২১ এপ্রিল পর্যন্ত যাদের নামে ছাড়পত্র দেবে তারাই একমাত্র নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। ২৯ এপ্রিল অর্থাৎ দ্বিতীয় দফার ভোটের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

২৭ এপ্রিল পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল

এরপর ৬ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

# বাংলার SIR মামলায় 'বিশেষ ক্ষমতা' প্রয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

অবশেষে বাংলার এসআইআর মামলায় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট। ভোটাধিকারের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল রাজ্য। এই মামলায় সওয়াল করতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে চলছিল শুনানি।ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ তম অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া আছে। সেই ক্ষমতা অনুসারে কোনও ক্ষেত্রে আইন না থাকলে, সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ নির্দেশ দিতে পারবে, আর সেই নির্দেশ দেশের সব আদালতকেই গ্রহণ করতে হবে। সেই ক্ষমতাই এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই রায়কে গণতন্ত্রের জয় বলে উল্লেখ করলেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ভোটার তালিকা ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। ফলে ট্রাইব্যুনালে বিচারের পর কারও নাম তালিকায় উঠলেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর ভোট দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বৃহস্পতিবার সেই সংক্রান্ত মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। আর্টিকল ১৪২ অর্থাৎ সংবিধানের ১৪২ তম অনুচ্ছেদ অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করল শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ভোটের ২ দিন আগে ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হলেও ভোট দেওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচন রয়েছে, আর ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচন হবে। তার দুদিন আগে অর্থাৎ যথাক্রমে ২১ ও ২৭ এপ্রিল নাম নিষ্পত্তি হলে সিদ্ধান্ত নিলে তা কার্যকর করতে হবে। প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্টারি রিভাইজড ইলেকটোরাল রোল প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে কজনের নাম ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হবে, তাঁদের নাম নিয়ে একটা তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

# লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ ও আসন পুনর্বিন্যাস বিল পেশ আটকাতে পারল না বিরোধীরা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভোটাভুটিও হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আটকানো গেল না কেন্দ্রের প্রস্তাবিত 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' অর্থাৎ মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংশোধনী বিল পেশ হওয়া। প্রবল হট্টগোলের মধ্যেই সংবিধানের ১৩১ তম সংশোধনীটি পেশ করলেন আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' বিল পাশ হয়েছিল সংসদে। সেবার বিরোধীরাও ওই বিলটিকে সমর্থন করে। বিলে উল্লেখিত ছিল, মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। সেখানে আরও বলা হয়েছিল, জনগণনার পরে আসন পুনর্বিন্যাস করা হবে। তারপর ওই আসনের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হবে মহিলাদের জন্য। কিন্তু এখন কেন্দ্র আর জনগণনার অপেক্ষা করতে চাইছে না। মোদি সরকার চাইছে, ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাস করে দিতে। সেই পুনর্বিন্যাসের ভিত্তিতেই মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হবে। সেটারই বিরোধিতায় একজোট ইন্ডিয়া শিবির। সংখ্যার হিসাব বলছে, ভোটাভুটিতে বিলটি পেশ হলেও সেটি পাশ করাতে সাংসদদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। লোকসভায় ৫৪৩ জনই হাজির থাকলে, ৩৬২টি ভোট দরকার হবে বিলের পক্ষে। কিন্তু এই মুহূর্তে মোদি সরকারের সেই শক্তিটা নেই। এখন লোকসভায়

এরপর ৩ পাতায়

# জনসমাগমেই ইঙ্গিত, কুলটিকরিতে অভিষেকের সভায় ভেসে উঠল "ফের দিদিকে চাই"

**অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম**

তীব্র গরম উপেক্ষা করেও জনতার ঢল নামল গোপীবল্লভপুর বিধানসভার সাঁকরাইলের কুলটিকরি হাইস্কুল মাঠে। রাজনৈতিক উত্তাপের পারদ চড়তে শুরু করেছে জঙ্গলমহলে। তারই মাঝে তৃণমূলের সভায় এমন ভিড় নতুন করে বার্তা দিচ্ছে ভোটের হাওয়া কোন দিকে বইছে। বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকার সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরিতে তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতোর সমর্থনে সভা করেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৩১ শতাংশ কুড়মি অধ্যুষিত এই এলাকায় সভা ঘিরে দেখা যায় উৎসাহের ছবিও। মাঠ জুড়ে মহিলা থেকে প্রবীণ—সব বয়সের

মানুষের উপস্থিতিতে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় গোটা এলাকা। বক্তৃতার মাঝে মধ্যেই করতালিতে ফেটে পড়ে সভাস্থল। সভায় উপস্থিত বহু মানুষের মুখেই শোনা যায়, "ফের দিদিকে চাই"—এই স্লোগান। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, উন্নয়নের ধারাবাহিকতাই ফের তৃণমূলের প্রতি আস্থা বাড়িয়েছে। বক্তৃতায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ শানান অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, গত দশ বছরে জঙ্গলমহলের উন্নয়নে কেন্দ্রের ভূমিকা কার্যত নেই। ঝাড়গ্রামে সাংসদ থাকার পরেও মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলেও দাবি

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

# জনসমাগমেই ইঙ্গিত, কুলটিকরিতে অভিষেকের সভায় ভেসে উঠল “ফের দিদিকে চাই”

করেন তিনি। পাশাপাশি বিজেপিকে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন।

২০১১ সালের পর থেকে এলাকার পরিবর্তনের খতিয়ান তুলে ধরেন অভিষেক। তাঁর কথায়, একসময় পিছিয়ে পড়া এই অঞ্চলে স্বাক্ষরতার হার ছিল ৬৫ শতাংশ এবং দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৪ শতাংশ। বর্তমানে একাধিক সরকারি প্রকল্পে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে দাবি তাঁর। তিনি জানান, গোপীবল্লভপুর বিধানসভায় প্রায় ৭০ হাজার মহিলা ‘লক্ষীর ভান্ডার’ প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। ‘কৃষকবন্ধু’ প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন ৫২ হাজারের বেশি কৃষক। ‘যুবসাথী’ প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন প্রায় ৩৫ হাজার যুবক-যুবতী। ‘পথশ্রী’ প্রকল্পে কয়েক কোটি টাকার ব্যয়ে ১০০ কিলোমিটারের বেশি রাস্তা তৈরি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিক তুলে ধরে অভিষেক বলেন, নতুন রাস্তা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এলাকায়। ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে গত দু’বছরে ১১ হাজারের বেশি মানুষ আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই খাতে কোনও সহযোগিতা মেলেনি বলেও অভিযোগ তাঁর। বিজেপির বিরুদ্ধে ভুয়ো প্রতিশ্রুতির অভিযোগও তোলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, মহিলাদের প্রভাবিত করতে টাকার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। লোধাশুলিতে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র নামে অর্থ বিতরণের ঘটনাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, “এই ধরনের প্রলোভনে পা না দেওয়ার জন্য মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে।” পাশাপাশি জঙ্গলমহলে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, কুড়মি ও আদিবাসী সমাজের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করার চেষ্টা চলছে। তবে মানুষ সেই ফাঁদে পা দেবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী, জনপ্রতিনিধি এবং প্রার্থীরা।

# মিসাইল মিলছে ঝাড়খণ্ডে!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ঝাড়খণ্ড উদ্ধার হচ্ছে মিসাইল! এই নিয়ে হেমন্ত শোরেনের রাজ্যের সিংভূম জেলায় গত দুই মাসে তিনটি মিসাইল বোমা উদ্ধার হল। এবার বাহারাগোড়া থানার অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর কাছে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রশ্ন হল, কোথা থেকে আসছে মিসাইলগুলি? বিশেষজ্ঞদের দাবি, কার্যত মাটির নিচ থেকে বিপজ্জনক ইতিহাস বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, মিসাইল বোমাটির ওজন আনুমানিক ২০০ কেজি বা তার বেশি। গত দুই মাসে এই নিয়ে তৃতীয় মিসাইল বোমা উদ্ধার হওয়ায় এলাকার মানুষ রীতিমতো আতঙ্কিত। এর আগে গত ১৭-১৮ মার্চের মধ্যে সুবর্ণরেখা তীরে একটি মিসাইল উদ্ধার হয়েছিল। মার্চের শেষ সপ্তাহে আরও একটি মিসাইল উদ্ধার হয়। যেগুলিকে ভারতীয় সেনার বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করে। বার বার বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় চিন্তিত স্থানীয় বাসিন্দারা গোটা এলাকায় পূর্ণাঙ্গ তল্লাশি চালানোর দাবি জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে কোনও দুর্ঘটনা এড়াতে নদী ও সংলগ্ন এলাকায় পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা চালানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা।কারণ তাঁদের অনুমান, এই মিসাইল বোমাগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের।

পানিপোদা গ্রামের কয়েক জন জেলে অন্যদিনের মতোই সুবর্ণরেখায় মাঝ ধরতে বেরিয়ে ছিলেন। মাঝ নদীতে একটি বিরাটাকার ধাতব বস্তু দেখতে পান তাঁরা। কৌতূহলে সেটিকে টেনে নদীর পাড়ে তোলেন। এর পরেই বুঝতে পারেন জিনিসটি একটি মিসাইল। ঝুঁকি না নিয়ে খবর দেন স্থানীয় থানায়। বাহারাগোড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং এলাকাবাসীদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেয়। প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে নদীর ধারে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে ঘটনাস্থলের আশপাশে সাধারণ মানুষের যাতায়াত সীমিত করা হয়েছে।

(২ পাতার পর)

# লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ ও আসন পুনর্বিন্যাস বিল পেশ আটকাতে পারল না বিরোধীরা

এনডিএ-র মোট সাংসদ সংখ্যা ২৯৩। আর 'ইন্ডিয়া'র সাংসদ সংখ্যা ২৩০-২৪০। তবে সাংসদদের অনুপস্থিতি ভোটাভুটির দিন বহু অঙ্ক বদলে দিতে পারে।একই সঙ্গে পেশ হল লোকসভার সাংসদ সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করার জন্য আসন পুনর্বিন্যাস বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল।

এদিন অধিবেশনের শুরুতেই মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশের বিরোধিতা শুরু করে ইন্ডিয়া জোট। অর্জুন রাম মেঘওয়াল সংবিধান সংশোধনী বিল পেশের আগেই ভোটাভুটির দাবি জানান কংগ্রেস সাংসদ কে সি ভেনুগোপাল। প্রাথমিকভাবে স্পিকার ভোটাভুটিতে রাজি হননি। কিন্তু তাতে দমেননি বিরোধীরা। তাড়াহুড়ো করে এত গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশের প্রতিবাদে তারা স্লোগান দেওয়া শুরু করে। অভিযোগ এরপর নাকি বিরোধীদের মাইকও বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাতেও স্লোগান থামেনি। শেষে বাধ্য হয়েই ভোটাভুটিতে রাজি হন স্পিকার।বিল পেশের জন্য যে ভোটাভুটি হয়, তাতে প্রত্যাশিতভাবেই জয়ী হয়েছে সরকারপক্ষ। বিলটি পেশের পক্ষে ভোট পড়েছে ২০৭টি। বিলটি পেশের বিপক্ষে ১২৬টি ভোট পড়েছে। অর্থাৎ এ হেন গুরুত্বপূর্ণ বিলেও সরকার এবং বিরোধী দুই শিবিরের বহু সাংসদই অনুপস্থিত। এনডিএ-র অন্তত ৮৬ জন সাংসদ অনুপস্থিত ছিলেন বলে খবর। ইন্ডিয়া শিবিরে সংখ্যাটা আরও বেশি। যা-ই হোক, ভোটাভুটিতে বিল পেশের অনুমতি পেয়ে যাওয়ায় আপাতত সেটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে লোকসভায়। অন্যদিকে রাজ্যসভা গোটা দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।

## সম্পাদকীয়

### খাবারে বিষক্রিয়া! তুফানগঞ্জে একসঙ্গে অসুস্থ ২৪ জওয়ান

একের পর এক অসুস্থ হয়ে পড়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। প্রথম দফা ভোটের ঠিক সপ্তাহ আগে জওয়ানদের অসুস্থ হয়ে পড়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে কোচবিহারে। কী কারনে একের পর এক জওয়ান অসুস্থ হয়ে পড়লেন একসঙ্গে, কারন জানতে চেয়ে রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন।ঠিক কোন খাবার থেকে এমনটা হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জওয়ানরা যে পানীয় জল বা খাবার খেয়েছিলেন, তার মান পরীক্ষা করা হতে পারে। কারন দেখিয়ে কমিশনের রিপোর্টে আজই জবাবদিহি করতে হবে জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে।আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের মধ্যেই জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে।

রাজ্যে ভোটের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিভিন্ন স্কুল বা অন্যান্য সরকারি ভবনে তাঁদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তেমনই কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার তলিগুড়ি হাইস্কুলে থাকছিলেন বেশ কয়েকজন জওয়ান। বুধবার সন্ধেয় আচমকাই একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন ২৪ জন আইটিবিপি জওয়ান। সূত্রের খবর, বুধবার দুপুরে খাওয়ার পর থেকেই পেটে ব্যথা ও বমি শুরু হয় অনেকের। মুহূর্তেই বেশ কয়েকজন জওয়ান অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ ২৪ জন জওয়ানকেই তড়িঘড়ি তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রাথমিক চিকিৎসার পর ১০ জন জওয়ানকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ১৪ জন জওয়ান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, খাবারে বিষক্রিয়ার কারনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা। তবে জওয়ানরাই নিজেরাই রান্না করে খাওয়া দাওয়া করেন বলে জানা গিয়েছে।

## বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**

**(তৃতীয় পর্ব)**

তারা একটু একটু করে হয়তো মুখ তুলে তাকিয়ে আছে বিশ্বের দিকে । অত্যাচারী বিনাশ করার জন্য, মহামারির কবলে পড়ে ধ্বংস হচ্ছে মানব জাতি, দিশেহারা হয়ে পরছে অতি সাধারণ মানুষ গুলো। আমরা নিজের আদিম সত্তাকে ভুলে গেছি, নিজের সত্তার ইতিহাস হয়তো আমরা অনেকেই জানিনা। এ কথাটি লেখার আগে আমার স্মৃতিতে স্মৃতিচারণ হচ্ছে বারবার লেখার সত্তার ইতিহাসের কথা,স্বপন সরদার একজন সরকারি কর্মচারী তার সন্ধিক্ষণে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

## ডায়মণ্ড হারবারে আম্বেদকরের জন্ম দিন পালন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

১৪ ই এপ্রিল মহাসমারোহে ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের ১৩৬-তম জন্মদিন পালন করা হয়। ডায়মণ্ড হারবার চাষী কৈবর্ত-সমাজের উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগিতা করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ। সভা স্থল ঋষি অরবিন্দ উদ্যান থেকে শোভাযাত্রা করে বিডিও অফিসের সামনে অবস্থিত আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিভিন্ন বক্তা দলিত ও অনগ্রসর সমাজের জন্য ডঃ আম্বেদকরের যুগান্তকারী ভূমিকার কথা আলোচনা করেন ।

সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তন শিক্ষক বিশ্বনাথ বৈদ্য। মুখ্য বক্তা ছিলেন চাষী কৈবর্ত-সমাজের সম্পাদক ও শিক্ষক সিদ্ধানন্দ পুরকাইত। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুদীপ্ত মণ্ডল, শিক্ষিকা মিত্রা মেটে, আইনজীবী শিবনাথ হালদার, তাপস কুমার আদক, সাংবাদিক দিলীপ ঘোষ প্রমুখ।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

তাই আদিত্যদের কথা বাদ দিয়ে তাঁর স্বতন্ত্র উল্লেখ একান্তই দুর্লভ। শুধু তাই নয়। ঋগ্বেদের বর্ণনা অনুসারে দেবী অদিতি বারবার ইন্দ্রের স্তুতিতে নিযুক্ত। অতএব অদিতির আদি-গৌরব সংক্রান্ত যে-কথাই কল্পনা করা হোক না কেন,

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# নববর্ষে ভারতীয় নারীদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির উৎসব

**(শেষ পর্ব)**

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**

গেছে যে সারা ভারতবর্ষে প্রধান মন্ত্রীর কাছে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার অর্থ দান করলেন দেশের বিভিন্ন নামিদামি কোম্পানির ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অর্থ দান করলে এসব টাকাগুলো আদবে কি করোনা চিকিৎসা শেষ হচ্ছে,যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তো অন্যভাবে ভাবতে হবে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার গুলোর কথা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে। মানুষগুলো সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য ভাবনা চিন্তা করা উচিত বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ।তবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তার সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে রেশন ব্যবস্থা চালু করেছে, প্রত্যেক জেলাতে একাধিক করোনা হাসপাতালের প্রস্তাব নিয়ে পরিকাঠামো তৈরী হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের জন্য। রাজ্যের সমস্ত মানুষকে কিভাবে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করেও লকডাউন সন্ধিক্ষণে নগদ অর্থের যোগান দেওয়া যায়, তার জন্য কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করেছেন।তবে এসব করে কি , নিম্নমধ্যবিত্ত সব পরিবারের আদবি তেমন ভাবে উপকারিতা হবে ? এর সঠিক জবাব আজ দেওয়ার মতন কেউ নেই!মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী হটস্পট ঘোষনার পাশাপাশি একটি গ্লোবাল অ্যাডভাইজারি টীমের ঘোষণা করেছেন কি করে রাজ্যবাসীকে করোনা পরবর্তীতে স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হয়। তবুও নগদ অর্থের যোগান, পরিকাঠামো র অভাব, পিপিঈ এর অভাব আবার কখনও খবর চেপে দেওয়ার অভিযোগে নাজেহাল রাজ্য। সাধারণ মানুষের আশা তবু বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নগদ অর্থের যোগান দেওয়ার জন্য কিছু স্কীম ঘোষণা করবেন সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশাপাশি কাউকে মুখ না ফুটে চাইতে পারা কাজ হারানো,রোজগার হারানো মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার গুলি র জন্য। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা আজ কোন সরকারের মাথায় নেই, তাহলে প্রশ্ন চিহ্ন উঠে দাঁড়াচ্ছে এরাই কি ভারতবাসী নয় ।এইসব জনগণ নাকি আদবে দেশের কোন কাজে লাগে না। ভারতবর্ষে গণতন্ত্র দেশ এই দেশের ভোটার অধিকারের জন্য জনগণকে প্রযোজ্য, তাহলে কি নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা ভারতবর্ষের অধিকার হারিয়ে ফেলেছে, তাই এদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো সরকারই তেমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। এসব প্রশ্নের উত্তর আজ যেন পহেলা বৈশাখের দিনে বিশবাঁও জলে তলিয়ে গেছে। তেমনি কোনো ইঙ্গিত প্রধানমন্ত্রীর জাতির ভাষণে আজ মেলেনি, আগামী দিনে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো অনাহারে মারা যাবে এটাই কি চাইছে সরকার পক্ষরা। এসব প্রশ্নর গ্রামগঞ্জে জনগণের মুখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছে, তবে এর সদুত্তর পাওয়া তো কোন রাস্তায় আজ খোলা নেই।তবে কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই সমস্ত উন্নয়নের বরাদ্দ স্তব্ধ করে প্রথমেই করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক মোকাবিলায় চাপ দিয়ে দিয়েছে প্যানিক বাটনে। মানুষ বুঝছে ঘরবন্দী অবস্থায় তারা থাকতে থাকতেই দেখবে দেশের অগ্রগতি ও ঘরবন্দী হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ না বাড়িয়ে, দেশের প্রত্যেক মানুষের জন্য আয়ুস্মান ভারত বীমা নিশ্চিত না করলেও ভারত স্বপ্ন বিক্রি করেছে পৃথিবীর বড় অর্থনীতি হওয়ার। সামান্য নাড়া খেতেই সেই স্বপ্নের রাজপ্রাসাদে র আস্তরণ ভেঙ্গে কঙ্কালসার অর্থনীতির চেহারা বেরিয়ে পড়বে এমনই দিনের সম্মুখীন হচ্ছে আমরা। সাধারণ মানুষ যাতে এই ২০২০ তে খাদ্যাভাবে না মারা যায় সেটা সুনিশ্চিত করে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে সেই আশায় অনেকেই বুক বেঁধে বসে আছে। তবে ১৩০ কোটি মানুষের বাজারে রক্তসঞ্চালনা করতে পারাই এ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছেই সরকারের বড় পরীক্ষা, আর তার জন্য প্রয়োজন হাতে নগদ অর্থের যোগান।ভারতবর্ষের তেমনই সম্পদ আজও আছে এমনটাই মনে করছে জনগণ, অর্থনীতিতে অবোধ তবুও জনগণের একাংশ বলছে ভারত সরকার টাঁকশাল আছে এমন পরিস্থিতি কেন মানুষের জন্য অর্থ ছাপানো হচ্ছে না।এর জবাব দেওয়ার মত ভাষা আজ আমার কলমে তুলে ধরতে পারছি না, মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করার ইচ্ছা হয়তো সরকারের নেই, তেমনি আশাতে বসে আছে কুড়ি এপ্রিল এর দিকে তাকিয়ে সারা ভারতবাসী।তাই , "বাড়ির প্রবীণ সদস্যদের দিকে বিশেষ নজর দিন। বিশেষ করে যাঁদের নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা রয়েছে।'গত বছর'লকডাউনের জেরে নিম্নবিত্ত, পথবাসী, ভিক্ষাজীবীরা পড়েছেন মহাসঙ্কটে। এক দিকে লকডাউন ভেঙে বাইরে বেরনোর উপায় নেই। বেরোলেও কাজ নেই। ফলে খাবারের সংস্থান করাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের কাছে। তাঁদের কথা ভেবে, যাঁরা তুলনামূলক ভাবে কিছুটা ভাল অবস্থানে রয়েছেন, তাঁদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান, "এই সব মানুষদের খেয়াল রাখুন। পারলে তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করুন।" এ ছাড়া a চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মান করার আর্জি জানিয়েছেন। কারও যাতে চাকরি না যায়, তার জন্য শিল্পমহলের প্রতিও বার্তা রয়েছে অনেকে অনাহারে জীবন যাপন করার মতো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আর যাতে অনাহারে না থাকতে হয়।আগামী দিনগুলো এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আশায় বসে আছে, রাজ্য তথা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ।


**পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে**

**চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে**

**কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর**

**Editor**
**Mrityunjoy Sardar**
**C/o, Lalu Sardar**
**Village:Hedia**
**P.O.:Uttar Moukhali**
**P.S. : Jibantala**
**District :South 24 Parganas**
**Pin:743329(W.B)**

**Mobile : 9564382031**

# পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর সাম্প্রতিক অবস্থা

**নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ২০২৬**

পশ্চিম এশিয়ার পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে মসৃণ কার্যক্রম নিশ্চিত করতে ভারত সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। খনি, জ্বালানি সরবরাহ, সামুদ্রিক কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

**খনি সংক্রান্ত আপডেট**

পশ্চিম এশিয়া সংকটের কারণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় খনি মন্ত্রক কর্তৃক গৃহীত সক্রিয় পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে মন্ত্রক জানিয়েছে যে:

* পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির কারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ২০২৬ সালের মার্চ মাসে গঠিত পেট্রোলিয়াম ও জ্বালানি সংক্রান্ত 'এমপাওয়ারড গ্রুপ'-এ খনি মন্ত্রকের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এই গ্রুপের সভাপতিত্ব করছেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের সচিব।

* শিল্পের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের কাছ থেকে তথ্য চাওয়া হয়েছে। কার্যকর সমন্বয়ের জন্য নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁদের বিবরণ শিল্পের সাথে শেয়ার করা হয়েছে।

* বিভিন্ন ইনপুট সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অংশীদারদের সাথে তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

* ১ম বৈঠকটি ১ এপ্রিল ২০২৬-এ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনকারী এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

* ২য় বৈঠকটি ২ এপ্রিল ২০২৬-এ তামা উৎপাদনকারী এবং অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

* ৯ এপ্রিল ২০২৬-এ শিল্প সংগঠনগুলোর (FIMI, FICCI, CII, PHDCCI, ASSOCHAM ইত্যাদি) সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলোর সাথে শেয়ার করা হয়েছে।

* পরবর্তীতে, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক ৮ এপ্রিল ২০২৬-এর চিঠির মাধ্যমে ধাতুসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের জন্য এলপিজি বরাদ্দের নিশ্চয়তা দিয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য 'হোল অফ গভর্নমেন্ট' পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

**জ্বালানি সরবরাহ এবং জ্বালানির প্রাপ্যতা**

হরমুজ প্রণালী সংশ্লিষ্ট বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক সারা দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং এলপিজি-র নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী:

**জনসাধারণের জন্য পরামর্শ এবং সচেতনতা**

* নাগরিকদের পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি আতঙ্কিত হয়ে মজুত না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ সরকার এগুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

* গুজবে কান দেবেন না এবং সঠিক তথ্যের জন্য সরকারি সূত্রের ওপর নির্ভর করুন।

* এলপিজি গ্রাহকদের ডিজিটাল বুকিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার এবং ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে যাওয়া এড়ানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

* নাগরিকদের পিএনজি (PNG) এবং ইলেকট্রিক বা ইন্ডাকশন কুকটপ-এর মতো বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

* বর্তমান পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন জীবনে শক্তি সংরক্ষণের জন্য সমস্ত নাগরিককে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**সরকারি প্রস্তুতি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা**

* ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও সরকার গার্হস্থ্য এলপিজি,

ক্রমশঃ

(১ম পাতার পর)

# বিচারাধীনদের নিয়ে সুপ্রিম রায়ে উচ্ছ্বসিত মমতা

যাদের নামে ছাড়পত্র দেবে তাঁরা দ্বিতীয় দফার ভোটে অংশ নিতে পারবেন। তবে ট্রাইব্যুনালে যাদের নাম বাদ যাবে তারা এবারের ভোটে অংশ নিতে পারবেন না।

জানা গিয়েছে, ভোটের আগে ছাড়পত্র পাওয়া বিচারাধীনদের নাম ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২৪ এপ্রিল।

সুপ্রিম রায় সামনে আসতেই মমতা ব্যানার্জির উচ্ছ্বাস সামনে এসেছে।এদিন তিনি বলেন, আমি দিনহাটা থেকে উঠেই হেলিকপ্টারে সুখবর পেলাম। বারবার করে সকলকে বলছিলাম ধৈর্য রাখুন। আবেদন করুন ট্রাইবুন্যালে। আজ নয় কাল, আপনারা নিশ্চয় পাবেন। আজ সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, যাঁরা আবেদন করেছেন ট্রাইবুন্যালে, প্রথম দফার সাপ্লিমেন্টারি তালিকা ওরা প্রকাশ করবে ২১ তারিখে, ওটা পেয়ে গেলেই আমাদের নেতাদের বলব, তাঁরা যেন রাতের মধ্যেই ভোটার তালিকা তৈরি করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়, যাতে ওরা ভোট দিতে পারে, যাদের নাম বাদ দিয়েছিল।'

এদিন মমতা বলেন, 'আই অ্যাম সো হ্যাপি।' তিনি নিজে মামলা করেছিলেন সেকথাও বলেন। বলেন, 'আজকে আমার থেকে খুশি আর কেউ নয়।'

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এদিন রাজ্যের শাসক দলের তরফে জানানো হয়, আজ সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে তৃণমূলের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। সেই দলে থাকবেন, অরূপ বিশ্বাস, নাদিমুল হক, শশী পাঁজা এবং সুদর্শনা মুখার্জি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দেয় নির্বাচন কমিশন। ভোটের আগে এটাই নিয়ম। তবে এবার ১৪২ ধারা প্রয়োগ করল নির্বাচন কমিশন।

শীর্ষ আদালত বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে, যাঁদের নাম ট্রাইব্যুনালে ছাড়পত্র পাবে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। তবে যাঁদের নাম বাদ যাবে তাঁরা এবারের নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে চলতি স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। বিশেষ করে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের আপিলের শুনানির জন্য একটি আরও পোক্ত আপিল ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

# সিনেমার খবর

## ‘সেই দৃশ্য দেখে শরীর কেঁপে উঠেছিল’

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর ক্যারিয়ারে ঘটে যাওয়া এক তিক্ত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। তার বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর; তখন তিনি স্কুলের ছাত্রী ছিলে। অথচ সেই সময়ে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি।

সম্প্রতি একটি পডকাস্টে অংশ নিয়ে নিজের জীবনের সেই অন্ধকার অধ্যায়টি প্রকাশ্যে এনেছেন জাহ্নবী। তিনি জানান, সেই সময় পর্ন সাইটে নিজের ছবি দেখে রীতিমতো শরীর কেঁপে উঠেছিল তার।

স্মৃতিচারণ করে জাহ্নবী বলেন, ‘ওটা আমার ডিপফেক ছিল কি না, এখনও জানি না। তবে এটুকু বুঝেছিলাম খুব খারাপ কিছু একটা হতে চলেছে। নিজের ছবি দেখেছিলাম পর্ন সাইটে। একজন স্কুলের ছাত্রী হিসেবে এটা মেনে নেওয়া কঠিন। সেই দৃশ্য দেখে শরীর কেঁপে উঠেছিল।’

জাহ্নবী আরও জানান, একদিন তিনি লক্ষ্য করেন স্কুলের ছেলেরাই পর্ন সাইটে তার সেই ছবিগুলো দেখছে এবং মজা করছে। নিজের সেই বিকৃত ছবিগুলো দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই মুহূর্তটি তার জীবনকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল।

অভিনেত্রীর ভাষ্যমতে, ‘ওই একটি ঘটনা আমার চারপাশের সবকিছু ওলটপালট করে দিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকাটাই যেন এক অভিশাপ। আমি বোধহয় তারই মাশুল দিচ্ছিলাম।’

বর্তমান সময়ে এআই দিয়ে তৈরি ছবি বা ভিডিও নিয়েও নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি এখনো পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। এআই দিয়ে মাঝেমধ্যেই নানা ধরনের ছবি তৈরি করা হয়। এমন সব পোশাক আমাকে পরানো হয় যা আমি বাস্তবে কখনো দেখিইনি। মূলত ওই ছবিগুলো ব্যবহার করেই নেতিবাচক কিছু প্রতিস্থাপন করা হয়।’

## সালমান খানের অজানা গল্প শোনালেন এক ভক্ত

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পর্দায় যেমন, ঠিক বাস্তবজীবনেও তার মানবিকতার গল্প কম নয়। ২০০৭ সাল থেকে তার ‘বিইং হিউম্যান’ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য মানুষের চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়িত্ব নেন। সম্প্রতি কর্নাটকের বাসিন্দা রিনা রাজু নামে এক নারী সেই অভিনেতার মহানুভবতার এক অজানা গল্প শুনিয়েছেন।

সেই নারী তার জীবনগল্প জানিয়েছেন, তার প্রথম হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টের সময় অত্যন্ত কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরিণতির কথা। সেই সময় তিনি সালমান খানকে একটি মেসেজ করেছিলেন।

রিনা রাজু বলেন, অবাক করার বিষয় হলো— সালমান তখন অস্ট্রেলিয়ায় শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকলেও সেই রাতেই তাকে ফোন করেন। তিনি বলেন, সালমান টানা দুই ঘণ্টা আমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং আমাকে সাহস জোগান। একজন সুপারস্টার হয়েও তিনি যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তা ভাবাই যায় না।

কারণ অনেক আগে রিনা রাজু ভাইজানকে সাইকেলের ব্যাপারে একটি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, যা অভিনেতা মনে রেখেছিলেন। অসুস্থতা নিয়েও রিনা যাতে মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন, সে জন্য সালমান তাকে তার ‘রেস ৩’ সিনেমার শুটিং সেটে নিয়ে যান। সেখানে তারা পুরো দিন একসঙ্গে কাটান। রিনা রাজু বলেন, সালমানের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত দয়ালু এবং তিনি সবসময়ই তার প্রতি সুরক্ষামূলক ছিলেন।

আজও যখনই তিনি স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন, সালমান তাকে মেসেজে উৎসাহিত করেন। রিনার ভাষায়, সালমান খান সত্যিই একজন দুর্লভ মানুষ।

এর আগে ২০১৮ সালে রিনা রাজুর দ্বিতীয়বার হার্ট প্রতিস্থাপন করা হয়। এরপর মুম্বাইতে সালমানের বাড়িতে তার সঙ্গে সরাসরি দেখা করার সুযোগ হয় রিনার। সাধারণত সৌজন্য সাক্ষাৎ হওয়ার কথা থাকলেও সালমান তাকে পুরো সময় দেন। শুধু তাই নয়, রিনার শরীরচর্চার সুবিধার জন্য সালমান তাকে একটি সাদা রঙের ‘বিইং হিউম্যান’ সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন। বর্তমানে রিনা রাজু সুস্থ আছেন। এবং ‘লাইট আ লাইফ’ নামে একটি ফাউন্ডেশন চালান তিনি।

## তিন তারকার ‘না’, ‘হ্যাঁ’ বলে বাজিমাত করলেন অক্ষয় খান্না

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

গত ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই বক্স অফিসে রাজত্ব করছে আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’। রণবীর সিং অভিনীত এই ছবিটি বিশ্বজুড়ে ইতোমধ্যেই ১৫০০ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করে চলতি বছরের অন্যতম সফল ছবির মর্যাদা পেয়েছে।

ছবিটির এই আকাশচুম্বী সাফল্যের মাঝেই এর কাস্টিং নিয়ে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করেছেন বলিউডের প্রখ্যাত কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, এই ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ‘রেহমান ডাকাত’-এর ভূমিকাটি প্রথমে বলিউডের দুই এবং দক্ষিণ ভারতের এক জনপ্রিয় অভিনেতা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মুকেশ ছাবড়ার মতে, ছবিটির অভাবনীয় সাফল্যের পর তারা নিশ্চিতভাবেই আজ সেই সিদ্ধান্তের জন্য আফসোস করছেন।

ছবিটির বিশাল ক্যানভাস এবং ৪০০-এর বেশি চরিত্রের কাস্টিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে মুকেশ জানান, পরিচালক আদিত্য ধর তাকে শুরু থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বড় কিছু ভাবার জন্য। চিত্রনাট্য শোনার পর তিনি নিজেও বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, কারণ এত বড় মাপের কাজ এর আগে তিনি করেননি। ছবিতে খলনায়ক রেহমান ডাকাত চরিত্রের জন্য অক্ষয় খান্নাকে চূড়ান্ত করার আগে যে তিন অভিনেতার কাছে প্রস্তাব গিয়েছিল, তারা প্রধানত ‘অ্যানসাম্বল কাস্ট’ বা এটি মূলত রণবীরের ছবি— এমন অজুহাতে কাজ করতে রাজি হননি। তবে মুকেশ মনে করেন, অক্ষয় খান্না এই চরিত্রে অভিনয় করে আজ নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

অন্যদিকে, ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘হামজা’ হিসেবে রণবীর সিং শুরু থেকেই পরিচালকের প্রথম এবং একমাত্র পছন্দ ছিলেন। চিত্রনাট্য শোনার পরপরই রণবীর ছবিটিতে অভিনয়ের জন্য রাজি হয়ে যান। এ ছাড়া ‘ইয়ালিনা জামালি’ চরিত্রের জন্য প্রায় এক হাজার নতুন মুখের অডিশন নেওয়া হয়েছিল, যাতে দর্শক কোনো পরিচিত মুখ নয় বরং সম্পূর্ণ নতুন কাউকেই সেই চরিত্রে দেখতে পায়।

সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন এবং অর্জুন রামপালের মতো তারকাদের নিয়ে সাজানো এই ছবিটির গবেষণা ও কাস্টিং সারতে প্রায় দুই বছর সময় লেগেছিল। বর্তমানে বক্স অফিসে ছবিটির যে দাপট চলছে, তাতে ‘ধুরন্ধর’ ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে নতুন নজির গড়তে যাচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

# অভিষেকেই রেকর্ড প্রফুল ও শাকিবের, বড় জয় পেল হায়দরাবাদ!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

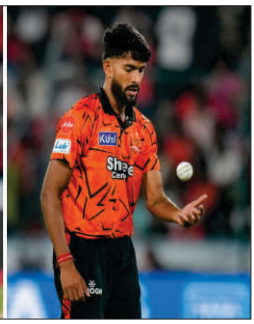

প্রফুল হিঙ্গে ও শাকিব হুসেনের নাম এর আগে কতজন শুনেছেন ? আজ সেই দুই অনামী বোলার যেভাবে রাজস্থানের ব্যাটিংয়ের মেরুদন্ড ভাঙলেন, এর পরে তাঁদের নিয়ে আগ্রহ না জন্মালে কিছু বলার নেই। দুজনেরই আজ অভিষেক ম্যাচ, দুজনেই সফল হলেন। দুজনেই ৪টি করে উইকেট নিলেন। ২১৭ রান তাড়া করতে নেমে ১৫৯ রানে অল আউট হয়ে গেল রাজস্থান। কিন্তু আজকে যেভাবে দুই বোলার ৫ রানের মধ্যেই ৫ উইকেট পেয়ে গিয়েছিলেন, এক সেকেন্ডের জন্য হলেও আরসিবি সমর্থকরা ভেবেছিলেন, তাঁদের ৪৯ রানের রেকর্ড এবার ভাঙল বোধহয়। কিন্তু হায়,আরসিবি সমর্থকদের আশায় জল ঢেলে দিলেন রবীন্দ্র জাদেজা ও ডোনোভান ফেরেইরা। তাঁদের ১০৬ রানের পার্টনারশিপের জন্যই আরসিবির রেকর্ড অক্ষত রইল।

আজ ঘরের মাঠে প্রথমে ব্যাটে নেমেছিল হায়দরাবাদ। অভিষেক শর্মা আজকেও ব্যর্থ। প্রথম বলেই তাঁকে আউট করলেন আর্চার। ট্র্যাভিস হেড করলেন ১৮। এরপর থেকেই দলকে টানা শুরু করলেন ঈশান কিষান ও হেনরিখ ক্লাসেন। ৯১ রানে যখন ঈশান ফিরলেন, ততক্ষনে হায়দরাবাদ স্কোরবোর্ডে বড় রান তোলা শুরু করেছে। সলিল অরোরা করলেন ১৩ বলে ২৪ রান। তাঁর বদান্যতায় ২০ ওভার শেষে হায়দরাবাদ করল ২১৬/৬। ৩৭ রান দিয়ে ২ উইকেট পেয়েছেন আর্চার। ১টি করে উইকেট পেয়েছেন সন্দীপ শর্মা, রিয়ান পরাগ, তুষার দেশপান্ডে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই রাজস্থানের ইনিংসে ধস নামান প্রফুল। প্রথম ওভারেই তিনি আউট করেন বৈভব, ধ্রুব জুরেল, প্রিটোরিয়াসকে। ৩ ওভার শেষে রাজস্থানের স্কোর ছিল ৯/৫। সেখান থেকেই পাল্টা আক্রমণ শুরু করলেন জাদেজা ও ফেরেইরা। ৩২ বলে ৪৫ করলেন জাদেজা ও ৬৯ রানে আউট হলেন ফেরেইরা। ১২৭ রানে ৬ নম্বর উইকেট পড়ার পর আর সেই অর্থে লড়াই করতে পারেনি রাজস্থান। তাদের ইনিংস থামল ১৫৯ রানে। অভিষেক ম্যাচেই ৩৪ রানেই ৪ উইকেট নিলেন হিঙ্গে ও ২৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিলেন শাকিব হুসেনও। একপ্রকার দুই বোলারের হাতেই আত্মসমর্পণ করল রাজস্থান। ৫৭ রানে জিতলেন ঈশানরা।

আইপিএল মানেই এই প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর উঠে আসেন একগাদা অনামী ক্রিকেটার। তারপর আইপিএল নামক তপ্ত আগুনে পুড়তে পুড়তে কেউ হন শচীন, কেউ হন কাম্বলি। কিন্তু দুই তরুণ যেভাবে প্রথম ম্যাচেই নিজেদের প্রমান করলেন, এই মুহূর্তে তাঁদের লম্বা রেসের ঘোড়া ছাড়া আর কিছু তো মনে হচ্ছে না।

## ৪৩ বছরেও দাপুটে অ্যান্ডারসন, মৌসুম শুরু ৫ উইকেটে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বয়স শুধু সংখ্যা, এ কথার প্রমাণ যেন আবারও দিলেন ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ পেসার জেমস অ্যান্ডারসন। ৪৩ বছর বয়সেও বল হাতে তার ধার যে কমেনি, তা স্পষ্ট হলো নতুন মৌসুমের শুরুতেই।

কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডে নর্থ্যাম্পটনশায়ারের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিং করে ৬৪ রানে ৫ উইকেট শিকার করেছেন ল্যাঙ্কাশায়ার অধিনায়ক অ্যান্ডারসন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটি তার ৫৬তম পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তি।

৩০৫টি ম্যাচ খেলে তার প্রথম শ্রেণির উইকেট সংখ্যা এখন ১,১৪৮।

২০২৪ সালে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন জেমস অ্যান্ডারসন। ১৮৮টি টেস্ট খেলে ৭০৪ উইকেট নিয়ে তিনি বিদায় নেন, যা তাকে টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবসরের পর ইংল্যান্ড দলের পেস বোলিং পরামর্শক হিসেবেও কাজ শুরু করেন তিনি।

তবে মাঠ ছাড়েননি পুরোপুরি। গত মৌসুমে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে ৬ ম্যাচে ১৭ উইকেট নেন এবং প্রায় ১১ বছর পর টি-টোয়েন্টিতে ফিরে ২০ উইকেট শিকার করে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দেন।

গত নভেম্বরে নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে পেশাদার ক্যারিয়ারের ২৬তম মৌসুম শুরু করেন তিনি। মূল অধিনায়ক কিটন জেনিংস দায়িত্ব ছাড়ার পর এবার দলের নেতৃত্বও পান অ্যান্ডারসন।

নর্থ্যাম্পটনে ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ৩৮৪ রানে অলআউট হয় ল্যাঙ্কাশায়ার। জবাবে অ্যান্ডারসনের বিধ্বংসী বোলিংয়ে দিন শেষে ৯ উইকেটে ২১৫ রান তোলে নর্থ্যাম্পটনশায়ার।

## 'ইতালিতে থাকলে জাতীয় দলে সুযোগ পেতেন না ইয়ামাল'

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

টানা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হওয়ার পর ইতালির ফুটবল সংকটে পড়ে গেছে। দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান, প্রতিনিধিদলের প্রধান ও কোচ পদত্যাগ করেছেন। ব্যর্থতার কারণ খুঁজে কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে।

জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি ইয়ুর্গেন ক্লিন্সমান ইতালির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন। তিনি ইতালীয় ফুটবলের কাঠামোগত দুর্বলতা এবং তরুণ প্রতিভাদের প্রতি অমনোযোগের দিকে আঙুল তুলেছেন।

মঙ্গলবার প্লে-অফ ফাইনালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে পেনাল্টিতে ৪-১ ব্যবধানে হারের পর ক্লিন্সমান ঘুমাতে পারেননি। ইতালীয় দৈনিক কোরিয়েরে দেলো স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,'লস অ্যাঞ্জেলেসে ইতালীয় বন্ধুদের সঙ্গে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। হারের পরের রাত ইনসোমনিয়ায় ভুগেছি। সত্যিই মেনে নেওয়া কঠিন।'

খেলোয়াড়ি জীবনের সময়ে ইন্তার মিলান এবং সাম্পদোরিয়ায় খেলেছেন ক্লিন্সমান। ইতালির বর্তমান সংকট নিয়ে তিনি বলেন, 'যদি লামিন ইয়ামাল বা জামাল মুসিয়ালার মতো প্রতিভাবানরা ইতালিতে থাকতেন, তবে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের অজুহাত দেখিয়ে সম্ভবত দ্বিতীয় বিভাগে (সিরি বি) পাঠানো হতো।'

ক্লিন্সমানের মতে, সিরি আ-র ক্লাবগুলো তরুণদের ওপর আস্থা রাখতে না পারায় ইতালীয় ফুটবলের মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন,'বর্তমান ইতালি দলে এমন কোনো লিডার নেই যারা ওয়ান-টু-ওয়ান লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে পারে।'

এছাড়া কোচদের নিয়েও তিনি সমালোচনা করেন,'ইতালিতে অনেক কোচ জেতার চেয়ে না হারার কৌশল নিয়ে বেশি ভাবেন। মাঠের এই অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক মানসিকতার ফলাফলই হলো জাতীয় দলের এই করুণ দশা।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR